

আল্লাহ্ কি ভুল করেন ? কোরানে কি ভুল নেই?

মোঃ আমিন তালুকদার (জনি){ড্রাকুলা}
jonydracula@yahoo.com

৪র্থ পর্ব.....

১. আল্লাহর লিঙ্গ কি?

খৃষ্টান ধর্মে সরাসরি স্বিকার না করলেও এটি বেশ স্পষ্ট যে ঈশ্বর পুরুষ অন্য দিকে হিন্দু ধর্মে দেব ও ভগবান মানেই পুরুষ আর দেবী মানেই নারী। কিন্তু ইসলাম ধর্মে সৃষ্টিকর্তার তথা আল্লাহর কোন লিঙ্গ ভেদ নেই বলে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীরা মনে করেন। অথচ কোরান শরীফ একটু খুটিয়ে পড়লেই বোঝা যায় যে আল্লাহ পুরুষ। নিম্নের আয়াতটি সন্দেহ তাই ইঙ্গিত করে:

“তিনিই আদি স্রষ্টা আসমান ও জমিনের। কি রূপে তার সন্তান হতে পারে? অথচ তার তো কোন সঙ্গিনী নেই। [সূরা আল আন’ আম : ১০১]

এখানে সঙ্গিনী বলতে কি কোন নারী কে বোঝানো হয়নি? তাহলে কি এটি ঠিক নয় যে, আল্লাহ হচেছ একজন পুরুষ এবং তার কোন সঙ্গিনী নেই বলে তার কোন সন্তানও নেই।

২. সৃষ্টির পরিপূর্ণ ব্যবহার:

একথা একটি বাচচাও জানে যে আল্লাহর অবাধ্য হলে দোযখের আগুনে পুড়তে হবে এবং বাধ্য হয়ে চললে জান্নাতে সুখে সাচছন্দে সারাব ও হুর নিয়ে থাকতে পারবে। কিন্তু মানুষ যাই ভাবুক আর যাই করুক আল্লাহ কি নির্ধারিত করে রেখেছেন তাই কি মুখ্য নয়?

“আপনার কাছে আমি এসব জনপদের কিছু কিছু বর্ণনা করছি, তাদের কাছে তো এসেছিল তাদের রাসুলগন স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে। কিন্তু তারা ঈমান আনবার ছিলনা তাতে যা তারা পূর্বে অস্বীকার করেছিল। এভাবেই মোহর মেরে দেন আল-হ কাফেরদের অন্তরে।” [সূরা আল আ’রাফ : ১০১]

অর্থাৎ অবুঝ (?) মানুষের কাছে রাসুলগন এসেছিল তাও স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে কিন্তু তারা রাসুলদের বিশ্বাস করেনি। (তারা প্রমাণ পেয়েও বিশ্বাস করতে পারেননি তবে আমরা কোন প্রমাণ না পেয়ে কি ভাবে বিশ্বাস করি।) অবুঝ (?) মানুষ গুলো ঈমান আনেনি কেন? কারন আল্লাহই তাদের অন্তরে অবিশ্বাস সঞ্চার করে দিয়েছিলেন যাতে তারা কাফের থাকে। ঈমানদার ব্যক্তির মত কাফেরদের ও আল্লাহর প্রয়োজন।

“আর আপনার রব যদি চাইতেন, তবে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সবাই সমবেত ভাবে ঈমান আনতো। শতবে কি আপনি মানুষের সাথে জবরদস্তি করবেন যাতে তারা মুমিন হয়ে যায়?” [সূরা ইউনুছ : ৯৯]

এ আয়াতের দ্বারা স্পষ্ট যে আল-হরই ইচ্ছে নেই পৃথিবীর সমস্ত মানুষ মুমিন হয়ে যাক। কারন তাতে তার সৃষ্টির পরিপূর্ণ ব্যবহার করতে বামেলা হবে।

“তবে তারা নয়, যাদের প্রতি আপনার রব দয়া করেছেন। আর তিনি তাদের কে (মানুষ ও জীনকে) এজন্যই সৃষ্টি করেছেন। আপনার রবের কথা পূর্ণ হবেইঃ আমি অবশ্যই পূর্ণ করবো জাহান্নামকে জীন ও মানুষ জাতির সমন্বয়ে।” [সূরা হুদ : ১১৯]

এতক্ষনে ট্রেন লাইনে এলো। আল-হ দু ধরনের মানুষ সৃষ্টি করেছেন এক ধরন হচ্ছে আল্লাহর বিশেষ দয়া প্রাপ্ত এবং অপর ধরন হচ্ছে অভিশাপ প্রাপ্ত। আপনি কোন ধরনের?

> বিশেষ দয়া প্রাপ্ত : এদের দলে নবী, মহানবী, দরবেশ, আউলিয়া সহ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বর্গ রয়েছেন যাদের স্বভাব হচ্ছে বসে বসে আরাম করা, কিছু নিতীবাধ্য ছড়ানো, কোন কাজ না করে সবার উপরে রাজত্ব করার স্বভাব। মোট কথা অন্যের মাথায় অন্যের কাঠাল ভেঙ্গে খেতে যারা ওস্তাদ। এরা যত পাপ বা অন্যায় করুক না কেন এদের আল-হ আঙনের আঁচ লাগাবেন না।

> অভিশাপ প্রাপ্ত : এদের দলে সম্ভবত আমরা সাধারণ মানুষেরাই পরেছি। তাই আমরা যত ভাল কাজই করিনা কেন আঙন আমাদের ছাড়বেনা।

এত প্যাচালের সারমর্ম:

তখন ছিল অন্ধকার আল্লাহর মন চাইলো সৃষ্টি করতে আর তিনি শুধু মুখ দিয়ে হুকুম করলেন, হয়ে গেল গ্রহ নক্ষত্র (এখানে গ্রহ নক্ষত্র বলতে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য ছাড়া আর কিছুকে বোঝানো হয়নি কারন কোরান শরীফেও অন্যান্য কিছুর উল্লেখ নেই) আসমান জমীন। এরপর তিনি পশু পাখি জীব জন্তু গাছ পালা পোকা মাকর ইত্যাদি সৃষ্টি করলেন। এরপর তিনি অনেক শখ করে বাবা আদম কে সৃষ্টি করলেন এবং আদমের একাকিত্ব দূর করতে বিবি হাওয়া কে সৃষ্টি করলেন। এ পর্যন্ত সব ঠিকঠাক মনে হলেও মানুষ সৃষ্টির আগেই তিনি স্বর্গ নরক সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। এবং তার ভুলটা বুঝতে পেরেছিলেন যে সব পশুপাখি সহ তার সৃষ্টি মানুষ দুজনও তার একান্ত বাধ্যগত, এরা সবাই যদি এমন বাধ্যগত থাকে তাহলে স্বর্গটা নাহয় ব্যবহার করানো যাবে কিন্তু নরকের কি হবে? তবে কি তার আঙনে পরিপূর্ণ নরক শুধু শুধু পরে থাকবে? তা হয় না তাই সে তার বিশ্বস্ত এবং বিশিষ্ট প্রিয় ফেরেস্টা ইবলিশকে দিল অসাধারণ ক্ষমতা এবং দায়িত্ব দিল মানুষকে খুচিয়ে খুচিয়ে নরকের দিকে নিয়ে যেতে এর প্রমান নিম্নে দেওয়া হল:

“সে বলল (শয়তান) : হে আমার রব! আপনি যেহেতু আমাকে বিপথগামী করলেন, সুতরাং আমিও দুনিয়ার মানুষের দৃষ্টিতে পাপকর্মী সমূহ শোভন করে দেখাব এবং তাদের সবাই কে পথভ্রষ্ট করে দেব। শতবে তাদের মধ্যে যারা আপনার বাছাই করা বান্দা তাদের ছাড়া। আল-হ বললেন : এটাই আমার কাছে পৌছার সরল সহজ পথ।” [সূরা আল হিজর : ৩৯-৪১]

শয়তান আল-হর কাছে মানুষকে পথভ্রষ্ট করবে বলে অনুমতি চাইলে আল-হ তাকে বলল যে যদি সে এমন টি করতে পারে তাহলেই সে (শয়তান) আল্লাহর কাছে ফিরে আসতে পারবে। অর্থাৎ শয়তানের জন্য আল-হর কাছে ফিরে আসার সহজ সরল পথ হচ্ছে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে নরকের ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৩. আখেরাতে কি কি থাকবে?

“নিশ্চয় যারা আমার আয়াত সমূহকে অস্বিকার করে এবং তার প্রতি অহংকার দেখায় তাদের জন্য আসমানের দ্বার সমূহ খোলা হবেনা, আর তারা কখনও বেহেশতে প্রবেশ করবে না যে পর্যন্ত না উট সুচের ছিদ্র দিয়ে অতিক্রম করে। আর এভাবেই আমি অপরাধীদের শাস্তি দেই।” [সূরা আল আ'রাফ : ৪০]

কি আশ্চর্য? তবে কি আখেরাতে বিচার-আচার এর পরেও উট সুচ ইত্যাদি থাকবে? হয়তো কোন মোল্লা, মাওলানা বা বিশিষ্ট হুজুরের কাছে গেলে কাথা বালিস কম্বল হাড়ী পাতিল বিড়ি পান সহ অসংখ্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সন্ধান মিলবে। কিন্তু কথা হল এত বড় একটি উট কিভাবে একটি সুচের ছিদ্র অতিক্রম করবে? আখেরাতের সুচ বড় নাকি উট ছোট? রজা'গা পরিমানটা কি একটু বেশি ছিল? অবশ্য রজা'গা নৌকা পাহাড় দিয়ে চলতে পারলে সামান্য উট কেন সুচ দিয়ে যেতে পারবেনা? ফির মিলতে হে ব্রেক কে বাদ।

Johny Dracula

02.08.04